কলিকাতা হাইকোর্টে সিভিল রিভিশনাল এক্তিয়ার অ্যাপিলেট সাইড

উপস্থিত

মাননীয় বিচারপতি পার্থ সারথী সেন

২০২২ সালের সি. ও. নং 1508

সাব্বির খান

বনাম

প্রকল্প ব্যবস্থাপক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা লিমিটেড এবং অপর একজন

আবেদনকারীর জন্যঃশ্রী কৃষ্ণ দাস পোদ্দার, অ্যাডভোকেট: শ্রী প্রদীপ পাল, অ্যাডভোকেট

অপর পক্ষের জন্যঃসুজিত শঙ্কর কোলে, অ্যাডভোকেট মো.

শেষবার শুনানিঃ ২০. ০২. ২০২৩

রায়দানের তারিখঃ ২৪.০২.২০২৩

পার্থ সারথী সেন, জে: -

১. ভারতীয় সংবিধানের ২২৭ নং অনুচ্ছেদের অধীনে দাখিল করা তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি ১৩ এপ্রিল, ২০২২ তারিখের অতিরিক্ত জেলা জজ, ফাস্ট ট্র্যাক, তৃতীয় আদালত, সদর, পশ্চিম মেদিনীপুর এর রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়। ২০১৪ সালের ৩৫ নং আপীল এবং তার অধীনে এই আদালতটি অস্বীকৃত রায় দ্বারা উক্ত বিভিন্ন আবেদন অনুমোদন করেছে। এর ফলে ৩১ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখের আদেশ নং ২৩, যা মাননীয় সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন), দাতন, পশ্চিম মেদিনীপুর দ্বারা ২০১২ সালের ৫৩ নং স্যুট শিরোনামে জারি করা হয়েছিল এবং এভাবে ৩৯ নং বিধি এবং ১ নং দেওয়ানি বিধির অধীনে বাদীর দায়ের করা আবেদন খারিজ করে দেয়।

২. বাদী এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বর্তমান সংশোধন আবেদন দাখিল দেন।

৩. বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনটি কার্যকরভাবে নিষ্পত্তির জন্য, আপিল রায়টি পাস করার ক্ষেত্রে যে সংক্ষিপ্ত তথ্য রয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন।অভিযোগপত্রের বক্তব্য অনুযায়ী এই মামলার বাদী মামলার সম্পত্তির রায়ত, যেটিকে তিনি বাস্তু জমিতে রূপান্তরিত করে তার বাড়ি নির্মাণ করতে চান।বাদীর আরও একটি বক্তব্য হল যে ১৯. ০৩. ২০১২ তারিখে বিবাদী এবং তাদের লোক ও এজেন্টরা মামলার সম্পত্তিতে এসে বাদীর সম্মতি ছাড়াই মামলা সম্পত্তি্র উপর দিয়ে একটি উচ্চ টান সম্পন্ন বৈদ্যুতিক লাইন নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়ে মামলার সম্পত্তিতে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটি স্থাপন করে। এটি বাদীর আরও মামলা যে বিবাদীরা যদি মামলার সম্পত্তির উপর উচ্চ টান যুক্ত বৈদ্যুতিক লাইন নিতে সফল হয়, তবে তিনি মামলার সম্পত্তির উপর তার বাড়ি আর নির্মাণ করতে পারবেন না এবং অন্য কোনও বিকল্প খুঁজে না পেয়ে বাদী চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য সহায়ক ত্রাণের জন্য বিবাদীদের বিরুদ্ধে উক্ত মামলা দায়ের করেছেন।

৪. একই তথ্যের ভিত্তিতে বাদী বিচার বিভাগীয় আদালতে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদন করেন।উক্ত মামলার বিবাদীরা উক্ত নিষেধাজ্ঞা আবেদনের বিরুদ্ধে তাদের লিখিত আপত্তি দাখিল করেছিল।উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারিক আদালত ২০১২ সালের ৩১শে জানুয়ারির ২৩ নম্বর আদেশের মাধ্যমে বাদীর দায়ের করা ওই নিষেধাজ্ঞা আবেদনটি মঞ্জুর করেছিলেন।

৫. ৩১ জানুয়ারি, ২০১২ তারিখের উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে, উক্ত মামলার বিবাদীরা প্রথম আপিল আদালতে একটি আপিল দায়ের করেন, যা আপিল রায়ের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।৬. বাদী/দরখাস্তকারীর আইনজীবী মিঃ পোদ্দার তাঁর বক্তব্যের

মাধ্যমে নির্দিষ্ট রায়ের দিকে এই আদালতের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন।তাঁর দাখিল করা বক্তব্যে বলা হয়েছে যে প্রথম আপীল আদালতের রায়ে ২০০৩-এর বিদ্যুৎ আইনের ১৬৪ ধারা এবং ১৮৮৫-র ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইনের ১০ নম্বর ধারাকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।বাদী/দরখাস্তকারীর পক্ষে মাননীয় আইনজীবী বলেন যে, প্রথম আপিল আদালত ২০০৩ সালের উক্ত আইনের ১৬৪ ধারায় উপলব্ধ 'ট্রান্সমিশন' শব্দটিকে ভুল ব্যাখ্যা করেছেন এবং এইভাবে ওয়ার্কস অফ লাইসেন্সিং রুলস ২০০৬-এর ৩ নম্বর ধারাটি ভুলভাবে বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলে মনে করেন।বাদী/দরখাস্তকারীর পক্ষে মাননীয় আইনজীবি আরও দাখিল করেছেন যে যেহেতু বিবাদী/বিরোধী পক্ষের লাইসেন্সধারী বিদ্যুৎ বিতরণের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন এবং তা সঞ্চালন করছেন না, তাই প্রথম আপিল আদালতকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ ছিল যে ওয়ার্কস অব লাইসেন্সিং রুল এর ৩নং ধারা অনুযায়ী বিবাদীদের মামলার সম্পত্তির উপর বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইসেন্সের কাজ চালানোর জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে হত।এটি দাখিল করা হয় যে মহামান্য প্রথম আপিল আদালতের দ্বারা প্রদত্ত আপিল রায়টি বাতিল করে তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদনটি মঞ্জুর করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত মামলা।

৭. এর বিপরীতে, মিঃ কোলে, বিবাদী/বিরোধী পক্ষের মাননীয় আইনজীবীও, ২০০৩ সালের উক্ত আইনের ধারা ১৬৪ এবং ১৮৮৫ সালের উক্ত আইনের ধারা ১০-এর উপর নির্ভর করেন।পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ ও অপ্রচলিত শক্তি উৎস দপ্তরের ২০০৫ সালের ১৬ই আগস্ট জারি করা বিজ্ঞপ্তি নং ২৮৫-পাওয়ার/৩/৩ এবং-০৪/২০০৫-এর প্রতিও এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।বিবাদী/বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে দাখিল করা হয় যে, আইনের উপরোক্ত বিধান এবং উপরোক্ত বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে, বিবাদী/বিরোধী পক্ষকে মামলার সম্পত্তির উপর বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপনের জন্য লাইসেন্সধারী হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এটি করার সময়, যদি বাদী/সংশোধনকারীর কোনও ক্ষতি হয়, তবে বড়জোর তিনি ১৮৮৫ সালের উক্ত আইনের ১০ (ঘ) ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।এভাবে বিবাদী/বিরোধী পক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, প্রথম আপিল আদালত আইনের বিধান সঠিক ভাবে বিবেচনা করে সঠিকভাবে আপিল এর রায় প্রদান করেছে যার ফলে বিচারিক আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ইনজাংশনের আদেশ বাতিল হয়েছে।

৮. এই আদালত এই আদালতের সামনে পেশ করা সমস্ত উপকরণ সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছে।এই আদালত বিবদমান পক্ষগুলির পক্ষে অভিজ্ঞ আইনজীবীদের উপস্থাপনাগুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করেছে।

৯. বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনের কার্যকর বিচারের জন্য ২০০৩ সালের আইনের ১৬৪ ধারা এবং ১৮৮৫ সালের আইনের ১০ নং ধারার বিধান বিবেচনা করা প্রয়োজন।২০০৩-এর বিদ্যুৎ আইনের ১৬৪ নম্বর ধারা নিম্নরূপ:

> উপযুক্ত সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, বিদ্যুৎ সঞ্চালনের জন্য বৈদ্যুতিক লাইন বা বৈদ্যুতিক প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য বা কাজের যথাযথ সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় টেলিফোন বা টেলিগ্রাফিক যোগাযোগের উদ্দেশ্যে, এই আইনের অধীন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবসায় নিযুক্ত যে কোন সরকারী কর্মকর্তা, লাইসেন্সধারী বা অন্য কোন ব্যক্তিকে, সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা টেলিগ্রাফ লাইন স্থাপনের উদ্দেশ্যে বা তার রক্ষণাবেক্ষণ বা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে শর্ত এবং বিধিনিষেধ সাপেক্ষে, যা, উপযুক্ত সরকার আরোপ করার জন্য উপযুক্ত মনে করতে পারে এবং ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইন, ১৮৮৫ (১৩ এর ১৮৮৫) মোতাবেক যে কোন ক্ষমতা প্রদান করতে পারবে।

১৮৮৫ সালের ভারতীয় টেলিগ্রাফ আইনের ১০ নম্বর ধারা নিম্নরূপ:

> ১০।৪। টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষের টেলিগ্রাফ লাইন ও পোস্ট স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতাঃ-টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ, সময় সময়, স্থাবর সম্পত্তির নিচে, উপরে, বরাবর বা ওপারে, এবং অস্থাবর সম্পত্তির উপর পোস্ট স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেনঃতবে এই শর্তে যে -
>
> > (ক) কোন টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ [কেন্দ্রীয় সরকার] কর্তৃক স্থাপিত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা টেলিগ্রাফের প্রয়াোজন ব্যতিরেকে, অথবা ঐরূপে প্রতিষ্ঠিত বা রক্ষণাবেক্ষণ করা হইবার প্রয়াোজন ব্যতিরেকে, এই ধারার দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না.
> >
> > (খ) [কেন্দ্রীয় সরকার] যে সম্পত্তিতে টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ কোন টেলিগ্রাফ লাইন বা পোস্ট সাইনেজ রাখে সেই সম্পত্তিতে কেবল ব্যবহারকারীর অধিকার ব্যতীত অন্য কোন অধিকার অর্জন করতে পারবে না, এবং

(গ) অতঃপর যেরূপ বিধান করা হইয়াছে তদ্ব্যতীত, টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনার অধীনে ন্যস্ত কোন সম্পত্তি সম্পর্কে ঐ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন না, এবং

(ঘ) এই ধারার দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাসমূহের প্রয়াোগে, টেলিগ্রাফ কর্তৃপক্ষ যতটা সম্ভব সামান্য ক্ষতি সাধন করিবেন, এবং, যখন তিনি (গ) প্রকরণে উল্লিখিত ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি সম্পর্কে ঐ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করিবেন, তখন ঐ ক্ষমতাসমূহের প্রয়াোগের ফলে তাঁহাদের দ্বারা কৃত কোন ক্ষয়-ক্ষতির জন্য সকল স্বার্থগ্রহীতাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

১০. ২০০৩ এবংর আইনের ১৬৪ ধারা পর্যালোচনার পর এই আদালতের কাছে মনে হয় যে, 'বিদ্যুৎ সঞ্চালন' শব্দটিকে সংকীর্ণ ভাবে নয় বরং উদারভাবে দেখতে হবে।আদালতের বিবেচনায় 'ট্রান্সমিশন' শব্দের মধ্যে অবশ্যই 'ডিস্ট্রিবিউশন' অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, কারণ বিরোধী পক্ষ যেমন লাইসেন্সধারী, তেমনি গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণের জন্য বিদ্যুৎ প্রেরণ করা তাদের কর্তব্য।এসবের পরিপ্রেক্ষিতে, এটা বলা যায় না যে, বিবাদী/বিরোধী পক্ষকে ২০০৩ সালের আইনের ১৬৪ ধারার সঙ্গে ১৮৮৫ সালের আইনের তৃতীয় অংশের পঠন অনুযায়ী ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি।বিদ্যুৎ বন্টনের সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০০৩-এর আইনের ১৬৪ নম্বর ধারার আওতায় ৪ নম্বর বিবাদী/বিরোধী পক্ষকে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য ১৬ আগস্ট, ২০০৫ এবংরিখে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে।

১১। এই অবস্থায় আদালতের কোন দ্বিধা নেই এই সিদ্ধান্তে যে, বিবাদী/প্রতিবাদী নং ৪-এর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপনের, যা ১৮৮৫ সালের আইনের ধারা ১০-এর সাথে পঠিত ২০০৩ সালের উক্ত আইনের ধারা ১৬৪-এর অধীনে তাদের প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করার এবং তা করার জন্য বর্তমান দরখাস্তকারীর দাবি অনুযায়ী কোন কর্তৃপক্ষের অনুমতির প্রয়োজন নেই।

১২. এই পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালত আরও পর্যবেক্ষণ যে, ২০০৬-এর ওয়ার্কস অফ লাইসেন্সি রুলসের বিধানগুলি বর্তমান মামলায় কোনও প্রয়োগ নেই এবং সেই অনুসারে বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদন ব্যর্থ।এর ফলে, ২০২২ সালের ১৩ই এপ্রিল সদর পশ্চিম মেদিনীপুর অতিরিক্ত জেলা বিচারক, ফাস্ট ট্র্যাক তৃতীয় আদালত যে রায় দিয়েছিলেন, তা অনুমোদন করা হচ্ছে।

১৩. বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, এই রায়ের কপি তথ্য ও রেকর্ডের জন্য আপিল আদালত ও ট্রায়াল জজ উভয়ের কাছেই পাঠাতে হবে।

১৪। এই রায়ের জরুরী ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আইনী আনুষ্ঠানিকতা পালন করার পর দ্রুত পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(পার্থ সারথী সেন, জে)

DISCLAIMER:

"The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation".